Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৯ ফেব্রুয়ারি , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ৬ সংখ্যা ৮ ফেব্রুয়ারি,২০১৬, সোমবার, ২৪ মাঘ,১৪২২

‘নিজের ভোট নিজে দিন’ -এই আহ্বানে পথে নামছে সেভ ডেমোক্র্যাসি ফোরাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : ‘নিজের ভোট নিজে দেওয়ার’ আহ্বানে পথে নামছেন বর্ধমান শহরের বিশিষ্টজন সহ সর্বস্তরের মানুষ। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫ টায় বর্ধমান শহরে এক পদযাত্রার ডাক দিয়েছে সেভ ডেমোক্র্যাসি ফোরাম। পদযাত্রা শুরু হবে বর্ধমান কোর্ট কম্পাউন্ড থেকে। শেষ হবে রাজবাটি উত্তরফটকে রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশে। রাজ্যের বিগত নির্বাচনগুলির অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ শঙ্কীত। পূর্বের নির্বাচনগুলিতে কীভাবে শাসকদল প্রশাসনযন্ত্রের সহায়তায় ভোটলুট করেছিল, তা সবার জানা। তাই মানুষ জোটবদ্ধ হচ্ছেন নিজের ভোট নিজে দেওয়ার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এনিয়ে সেভ ডেমোক্র্যাসি ফোরামের পক্ষ থেকে বিশিষ্টজনের আবেদন সম্বিলিত একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। আহ্বান জানানো হয়েছে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে সামিল হওয়ার জন্য। যাতে সংবিধান প্রদত্ত এই ভোটা প্রয়োগের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুরক্ষিত করা যায়।

মেমারিতে আত্মঘাতী ভাগচাষি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ ফেব্রুয়ারি : কৃষকদের বাঁচাতে ‘মাটি উৎসবের’ রেশ না কাটতে কাটতেই আবার এক কৃষক আত্মঘাতী হলেন। আত্মঘাতী কৃষকের নাম বসন্ত মাঝি(৫০)। মেমারি থানার শুঁড়ো দুর্গাপুর গ্রামের ভাগচাষি বসন্ত মাঝির ভাগে নেওয়া জমিতেই ‘ধসা’ লাগে। তিন বিঘা জমি আগাম টাকা দিয়ে চাষ করেন। ধসাতে আলু গাছ শেষ হওয়া দেখে কীটনাশক খেয়ে নেন। বর্ধমান হাসপাতালে ৬ ফেব্রুয়ারি মারা যান তিনি।

স্ত্রী রূপা মাঝি জানান, ধান চাষে লোকসানের পর এবার আলু চাষে আবার দেনা করে চাষ করেন। ধসা রোগে সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিজেকেই শেষ করে দেন। তাঁর দুই মেয়ে এক ছেলে নিয়ে এখন অকূল পাথারে। সকলেই বিবাহিত। বড় সংসারে তিনিই একমাত্র রোজগেরে। কান্নাভেজা গলায় জানালেন ছোট মেয়ে এক মাস হলো বিধবা হয়েছে। ২২ বছরের ছেলে সবসময় কাজ পায় না। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর সংসারে কীভাবে সংসার চালাবে তা বুঝে উঠতে পারছেন না।

মাটি উৎসবে টাকা মাটি হচ্ছে, তবু কৃষক আত্মঘাতী হওয়া থামছে না। এ নিয়ে জেলাতে ১১৩জন চাষি আত্মঘাতী হলেন।

আলুতে ব্যাপক ধসা : বিডিও এবং কৃষি আধিকারিককে স্মারকলিপি কৃষকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ ফেব্রুয়ারি : নাবি ধসায় নষ্ট হয়ে যাওয়া আলু গাছের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপের দাবিতে মঙ্গলবার স্মারকলিপি দিলেন কৃষকরা। এদিন তিন শতাধিক কৃষকের জমায়েতের মধ্য দিয়ে কালনা-১নং বিডিও এবং ব্লক কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

কালনা মহকুমার পাঁচটি ব্লকে এবার সাড়ে চৌদ্দ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। কালনা-১ এবং কালনা-২ ব্লকেই আলু চাষ সর্বাধিক। এই দুই ব্লকে আলু চাষ হয়েছে সাড়ে বারো হাজার হেক্টর জমিতে। ঠাণ্ডা বেশি না থাকায় কমবেশি নাবি ধসা এসেছে অনেক আগেই। ধসা প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টাতেও কৃষকরা পিছিয়ে ছিলো না। ফলে আলুর উৎপাদন খরচ অনেকটাই বেড়ে গেছে। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। অত্যাধিক গরম আবহাওয়া এসে যাওয়ায় নাবি ধসার প্রকোপ দারুণভাবে বেড়ে গেছে। কিছু কিছু জমিতে আলু গাছ নাবিধসায় আক্রান্ত হয়ে গলে গেছে। ফলে আবার লোকসানের সম্মুখীন আলু চাষিরা।

এই লোকসানের হাত থেকে বাঁচতে এদিন সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিন শতাধিক কৃষক কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির দপ্তরের সামনে জমায়েত হন। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সংশ্লিষ্ট দুই আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

কালনায় ক্ষেতমজুর কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ ফেব্রুয়ারি : এ রাজ্যে ক্ষেতমজুর আন্দোলন হলে পুলিশ দিয়ে তা ভেঙে দেওয়া হয়। গায়ের জোরে, পয়সার জোরে জমি থেকে বর্গাদার উচ্ছেদ হয়। ভোটদানের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বাক্ স্বাধীনতা নেই। এ রাজ্যে স্বৈরশাসন চলছে। এর হাত থেকে মুক্তি পেতে সংগঠিত হয়ে রাজ্য সরকারকে হঠাতে হবে। সারা ভারত কৃষকসভার কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ক্ষেতমজুর কর্মশালায় একথা বলেন নেতৃবৃন্দ। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন সুকান্ত কোঙার, সনাতন টুডু প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন মহম্মদ আলি।

আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্য পেশের আগে ক্ষেতমজুররা মত বিনিময় করার সময় নিজের নিজের এলাকার প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তাঁরা জানান ধান-পাট-আলু-সবজির দাম না পেয়ে কৃষক চাষে উৎসাহ হারাচ্ছে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে কর্মদিবস কমছে। ক্ষেতমজুররা কাজ পাচ্ছে না। অনেককেই রুজির সন্ধানে ভিনরাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হতে হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছেন। বিবি-বাচ্ছা-পরিবার ছেড়ে বাইরের জীবন কাটানো কোনোভাবেই তারা মানতে পারছে না। অন্যদিকে যারা এখনও ক্ষেতমজুর হিসাবে এরাজ্যে টিকে আছে, তারা শ্রমদপ্তর ঘোষিত মজুরি পাচ্ছেন না। এক অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে গ্রামে-গ্রামে। এই পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে সকলেই অব্যাহতি পেতে চাইছে।

দলীয় পিকনিকে প্রহৃত বর্ধমান রাজ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল কর্মীদের পিকনিকে প্রহৃত হলেন রাজ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তারকেশ্বর মণ্ডল। ৬ ফেব্রুয়ারি লাকুড্ডি জলকলে তৃণমূল কর্মীদের পিকনিকে অভ্যন্তরীন বিবাদের জেরে সপাটে চড় কষিয়েছেন ২৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বসির আহমেদ। ঘটনাটি কলেজে না ঘটলেও ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজ কলেজের নৈরাজ্যের নগ্ন চেহারা ফুটে উঠলো।

থানায় বসির আহমেদ ওরফে বাদশার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রাজ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। অভিযোগে তিনি জানান, বাদশা আমাকে অশ্লীল গালাগালি, মারধোর এবং রিভলভার দেখিয়ে প্রাণে মারার হুমকি দেয় এমনকি মানিব্যাগ এবং হার ছিনতাই করে সে। এই মর্মে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সঙ্গে থাকে কলেজের তাঁর স্নেহভাজন ছাত্ররা।

অস্বস্তিতে পড়ে বাদশাকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল দল। আবার কোনো অদৃশ্য কারণে তারকেশ্বরবাবু অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। যদিও তারকেশ্বরবাবু জানিয়েছেন তৃণমূল দলের বহিষ্কারের সিদ্ধান্তে খুশি হয়ে তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করেছেন। দলের চাপেই যে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তা অবশ্য মানুষের মুখে মুখে।

ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজকলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাসকদলের কর্মী পরিচয়ে বিস্মিত বর্ধমানবাসী। অনেকদিন থেকেই নানান অভিযোগ তারকবাবুর বিরুদ্ধে। ছাত্রদের অভিযোগে জানা যায় তিনি গোটা কলেজকে বহিরাগত তৃণমূলিদের আখরা বানিয়েছেন। কলেজে তোলাবাজি, টাকার বিনিময়ে ভর্তি, কলেজ চত্বরে মদের আসর বসানো, সমস্ত টাকার উৎসকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা সহ নানান অনৈতিক কাজে মদত যুগিয়েছেন। কলেজে সব সময় শাসকদলের হয়ে দাদাগিরি করেছেন। এমনকি সরকারিভাবে নিযুক্ত স্থায়ী অধ্যক্ষ নিরঞ্জন মণ্ডলকে কাজে যোগ দিতে না দিয়ে তাঁর ঠ্যাঙারেবাহিনীর মদতে জোর করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হয়ে আছেন। একসময় রাজ কলেজের ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করতেন ঐ অভিযুক্ত বাদশা। এই দখলদারি নিয়েই বাদশার সঙ্গে বিরোধ বলে ওয়াকিবহালমহল সূত্র মনে করছে। এই থেকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সূত্রপাত বলে মনে করেছেন অনেকেই।

সর্বশেষ খবরে জানা যায় ৭ ফেব্রুয়ারি পুরসভার বৈঠকে হাজির ছিলেন বহিষ্কৃত বাদশা। তাঁর পক্ষে সমস্ত কাউন্সিলররা দাঁড়ায়। সকলেই পক্ষে স্বাক্ষর করেন যে ঐদিন কাউন্সিলারের সাথে এমন ঘটনা ঘটেনি বলে গোপন সূত্রে জানা গেছে।

সিণ্ডিকেটের হুমকিতে জেলা আদালতের নির্মাণ কাজ বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ৪ ফেব্রুয়ারি : আসানসোলের আদালত চত্বরে খোদ মহকুমা শাসকের নাকের ডগায় জেলা আদালতের নতুন ভবনের কাজ বন্ধ হয়ে গেল সিণ্ডিকেটের হুমকিতে। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রস্তাবিত নতুন জেলার প্রয়োজনে নতুন জেলা আদালত ভবন নির্মাণের জন্য একটি বেসরকারি সংস্থাকে প্রায় ১০ কোটি টাকার বরাত দেওয়া হয়। কাজ দ্রুতই এগোচ্ছিল, ছন্দপতন হলো ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিনটিতেই। এদিন বিকালে ৪/৫টি মোটর বাইকে বেশ কিছু যুবক ঘটনাস্থলে এসে জানায় নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র তাদের কাছ থেকেই নিতে হবে। এই হুমকি উপেক্ষা করে পরদিন নির্মাণ শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিতে এসে পুনরায় ঐ যুবকদের বাধার সম্মুখীন হন। এরপর থেকেই পর পর তিন দিন ওখানে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারের সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জমা দিয়েছেন।

অন্ধকারে চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানার ভবিষ্যত

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : এই মুহূর্তে চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানার ভাগ্য এক কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে। বিহারের মাধেপুরায় বেসরকারি বিদেশি সংস্থা অ্যালস্টম কারখানা গড়ে দশ বছরে ৮০০টি দশহাজার অশ্বশক্তির বিদ্যুৎ ইঞ্জিন উৎপাদন করবে বলে রেলমন্ত্রকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। আগামী দু-বছরের মধ্যে অ্যালস্টম কারখানা গড়ে ইঞ্জিন উৎপাদন শুরু করলে দেশে বিদ্যুৎ রেলইঞ্জিন উৎপাদনের একাধিপত্য থাকবে না চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানার। মোদি সরকার যেভাবে রেল, ডাক, প্রতিরক্ষায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে তাতে দু’বছর পর কারখানার পরিচালনভার কার হাতে থাকবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় রেল ও রেলকর্মচারীদের ঘারে দুটি খাঁড়া ঝুলছে। এক সপ্তম বেতন কমিশন। দুই, বিবেক দেবরায় কমিটির রিপোর্ট। সপ্তম পে কমিশন ষষ্ঠ বেতন কমিশনের তুলনায় বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে সামান্য হারে। পাশাপাশি চল্লিশটিরও বেশি ভাতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি পরিষেবাও বেসরকারি হাতে তুলে দেবার কথা বলেছে। শ্রমিক আন্দোলনের চাপে বিবেক দেবরায় কমিটির সুপারিশ লাগু করার ক্ষেত্রে সরকার এক পা পেছলেও ধাপে ধাপে তা কার্যকর করার দিকে এগোচ্ছে। তাতে রেলের উৎপাদন কেন্দ্রগুলির বেসরকারিকরণের কথা বলা হয়েছে। রেলবোর্ড ভেঙে রেগুলেটরি অথরিটি ধাচের কমিটি গঠনের কথা বলা আছে। বলা আছে রেলে ব্যাপক বেসরকারিকরণের। ইতিমধ্যেই চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানায় একদিকে উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে। অন্যদিকে, রেলইঞ্জিন তৈরির সমস্ত যন্ত্রাংশ বাইরের বেসরকারি কারখানা থেকে করিয়ে আনা হচ্ছে অফলোডিং করে। ইঞ্জিন উৎপাদন বাড়লেও বিভিন্ন বিভাগে কর্মীদের হাতে কাজ নেই। জোর করে এই কারখানার শ্রমিকদের ইনসেনটিভ বা উৎসাহ ভাতার পদ্ধতি পরিবর্তন করে এমন এক পদ্ধতি আনা হচ্ছে যাতে শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। এর বিরুদ্ধে ‘সেভ সি এল ডব্লু’ গঠন করে আন্দোলন শুরু হলেও গতি পায়নি। লেবার ইউনিয়নই তাই ধর্না আন্দোলনের পথে যায়। সি আই টি ইউ জেলা সাধারণ সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী, বাসুদেব আচারিয়াও উপস্থিত থেকে আন্দোলনকে উৎসাহ যোগাচ্ছেন।

নতুন চিঠি

৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

রেশন ব্যবস্থা কি বিপন্ন?

রেশন নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে। রাজ্যের বহু মানুষকে রেশন ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করতে একজোট হয়ে নেমেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। এই রাজ্যে রেশনকার্ড প্রাপকের সংখ্যা ৯ কোটিরও বেশি। কেন্দ্রের খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় আনা হয়েছে ৬ কোটি মানুষকে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আইনের ফলে ৩ কোটি মানুষ বাদ পড়ছেন। রাজ্য সরকারের চালু করা ডিজিটাল কার্ড পদ্ধতিতেও বহু মানুষ রেশনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে ডিজিটাল রেশনকার্ড ছাড়া রেশন দেওয়া হবে না। অথচ এখনও পর্যন্ত বহু মানুষ ডিজিটাল রেশনকার্ডই পাননি। এই কার্ডবন্টন নিয়েও অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে কোনো সার্বজনিক স্থান বা পুর বা পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে নয়, শাসকদলের নির্বাচিত প্রতিনিধি বা নেতারা নিজেদের মতো বিলিবন্টন করছেন। এমনিতে সাপ্তাহিক রেশন এখন পাক্ষিক হারে দেওয়া হচ্ছে। ডিজিটাল রেশনকার্ডে রেশন দেওয়ার ঘোষণা আরও বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে। কারণ ডিজিটালকার্ড ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই নতুন প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। ফলে বহু মানুষ তাঁর প্রাপ্য রেশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের নামেও বহু ন্যায্যপ্রাপকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। যাদের নাম বাদ পড়েছে সেই তালিকা পঞ্চায়েত বা পৌর দপ্তরে টাঙ্গানো হয়নি। ফলে এই তালিকা নিয়ে বহু মানুষ অন্ধকারে রয়েছেন। শাসকদলের নেতা-কর্মীরা রাজনৈতিক ফয়দার জন্য এসব তালিকা নিয়ে ঘুরছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির ফলেই মানুষ রেশন পাওয়ার তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছেন, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় আইন মোতাবেক রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা আইন লাগু করেছে। এই প্রকল্পে ১ কোটি মানুষের রেশনে ২ টাকা দরে ২ কেজি চাল ৩ কেজি করে গম দেওয়া হবে। প্রায় ৪৭ লক্ষ মানুষ ১৩ টাকা দরে চাল কিনতে পাবেন। তারা ১ কেজি চাল পাবেন। আগে এ.পি.এল কার্ডধারীরা ৯ টাকা কেজি চাল পেতেন। ফলে ৪ টাকা সরকারের এখানে লাভ হচ্ছে। গমের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এখন লাভ করবে। প্রতি সপ্তাহে ২ কেজি চাল-গম মিলিয়ে ৬ টাকা ২৫ পয়সা। তেমনি ডিজিটালকার্ডের নামে বহু মানুষ বঞ্চিত। কারণ বিলিই এখন শেষ হয়নি। তারপর খাদ্য সুরক্ষার আইনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে গরিব মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। বামপন্থীরা বরাবরই সকল গরিবের জন্য একই দরে রেশনের দাবি জানিয়ে এসেছে। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল সরকার গরিব মানুষের মধ্যে বিভাজন করতে চাইছে। রেশন ব্যবস্থাকেই তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। রাজ্যে এ নিয়ে বিক্ষোভও বাড়ছে।

প্রয়াত দুই নেতা স্মরণে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াত দুই নেতা হবিবুর রহমান ও প্রদ্যুৎ সরকার স্মরণে আজ কৃষ্ণদেবপুরে ৩৬ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা-১ নং দক্ষিণ লোকাল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ছাত্র সংগঠনের জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অরুণাভ চক্রবর্তী, শ্যামল পাল, কুতুব শেখ, কাশী পাল প্রমুখরা শিবিরে দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদান করেন। উদ্বোধনে নেতৃবৃন্দ বলেন, রক্তদান করে সামাজিক কাজ করতেই হবে। তার পাশাপাশি পরিবর্তনের সরকারের আমলে যে

অনাচার শুরু হয়েছে, তার প্রতিবাদ করতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে। আর একাজ করতে হলে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে যুবদেরই। আরও সংগঠিত হয়ে রাজ্যের অনাচারের মদতদাতা সরকারকে হঠাতে হবে। এই সরকারই হচ্ছে অনাচারের মূল উৎস।

.এক ডজন প্রশ্ন

১. গ্রিস হেলেনিক প্রজাতন্ত্র দেশটি কোন মহাদেশে ও মহাসাগরে অবস্থিত?
২. গ্রিসের রাজধানী কোথায়? দেশের জনসংখ্যা কত?
৩. গ্রিস কবে স্বাধীনতা লাভ করে? গ্রিসের জাতীয় দিবস কবে?
৪. গ্রিস কবে রাষ্ট্রসংঘে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল?
৫. গ্রিস দেশের সংবিধান কবে গৃহীত হয়? এই দেশের পতাকা কবে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে?
৬. গ্রিস দেশের পার্লামেন্টের নাম কী? রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থা কেমন?
৭. গ্রিসের সরকারি ভাষা কী?
৮. গ্রিস দেশের জাতীয় প্রতীক কী? জাতীয় পাখি কী? জাতীয় ফুল কী?
৯. কলোসাস অব রোডস্ কোথায় আছে?
১০. গ্রিস দেশে জন্ম কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিকের নাম কী?
১১. গ্রিস দেশের সর্বোচ্চ পর্বত শিখরের নাম কী? কত উঁচু?
১২. গ্রিস কতগুলি দ্বীপ নিয়ে গঠিত? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

ঘোর কলি

শিবানন্দ পাল

জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসবে রাজলক্ষ্মী। মাধ্যমিকের বই-খাতায় শেষ মুহূর্তে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। বাড়ি থেকে অনেক দূরে পরীক্ষা কেন্দ্র, তাড়া ছিল তাই মনে। আচমকা কান ফাটানো বিকট আওয়াজে চমকে উঠল। বাপরে! কানে তালা ধরার জোগাড়। কী ব্যাপার? গ্রাম জুড়ে হইচই।

কী হয়েছে? আবার আওয়াজ! ওঃ মাগো! মাথা ঝিমঝিম করছে।

একটা নয়, দু'টো নয় আশিটা তাজা বোমা পাওয়া গিয়েছে এলাকার তৃণমূল নেতা স্বরূপ ঘোষের বাড়ি থেকে। পুলিশের বিশেষ বম-স্কোয়াড সেগুলো উদ্ধার করে ফাঁকা জায়গায় নিষ্ক্রিয় করার নামে ফাটিয়ে ফাটিয়ে নিকেশ করছে। নানুরের ঘটনা।

তিন দিন আগে স্কুল থেকে ফেরার সময় পথে পড়ে থাকা বোমায় পা পড়ে যাওয়ায় ঝলসে গিয়েছে গ্রামের পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়া কবিরুলের শরীর।

লেখাপড়ার চেয়ে বোমা গুলির লড়াইয়ের মাঝে প্রাণ বাঁচানোটাই এখন বড় হয়ে উঠেছে বীরভূমের নানুরসহ আশেপাশের গ্রামগুলিতে। গ্রামে গ্রামে জলপাইরংয়ের উর্দিধারীদের পদচারণা। ঠিক যেন কোথাও যুদ্ধ লেগেছে, তাই মিলিটারিতে মিলিটারিতে ছয়লাপ।

রাজলক্ষ্মীর মা বাবা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন মেয়েটা কী করে পরীক্ষা দেবে! পরীক্ষা দিয়ে ঘরে ফিরতে পারবে তো!

উলুবেড়িয়ার শ্যামপুর থানার দেওড়া গ্রামের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অনুপমা পোড়েল। মনে মনে পড়াগুলো মাথায় চিন্তা করতে করতে পরীক্ষা দিতে স্কুলে যাচ্ছিল। তার মাথায় পড়ল লাঠির বাড়ি। ফাটল মাথা। সঙ্গে ছিল মা। তাড়াতাড়ি নিয়ে চললেন নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

এলাকায় সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল একশো দিনের কাজকে কেন্দ্র করে পুকুর কাটার পরিবর্তে সুপারভাইজার বনাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি। লাঠি রড নিয়ে দুই দল মেতেছিল সম্মুখ সমরে। কেউ কম যায় না। কেউ পিছিয়ে যেতে রাজি নয়। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে এদিন, তাতে কী! লাঠ রড নিয়ে নেমে পড়েছে দুই দলে। সেই লাঠি পড়েছে অনুপমার মাথায়। মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই সে পরীক্ষায় বসতে গেল।

হুগলির শ্রীরামপুর। মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড হাতে না পেয়ে পরীক্ষায় বসতে না পেরে স্কুলে ব্যাপক ভাঙচুর করল ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা। স্কুলের কম্পিউটার, টেবিল চেয়ার সব ভাঙা হল। ধন্ধুমার কাণ্ড! কারোর এবছর পরীক্ষা দেওয়া হল না।

তবু মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন 'পরীক্ষা ভালোই হয়েছে' বলে সার্টিফিকেট দিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দু দিন আগেই তিনি 'পঠনপাঠনে বিঘ্ন কিংবা নৈরাজ্যের পরিবেশ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে' কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসকদের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছেন। অবশ্য নিচু গলায় স্বীকার করেছেন, 'ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে সুসম্পর্ক' থাকা দরকার তা অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

অনেকটা, সবটা নয়।

আরাবুল সেই আরাবুল, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা। যিনি ভাঙড় কলেজের অধ্যাপিকাকে জগ ছুঁড়ে মেরেছিলেন তাঁকে আবার ঢাক ঢোল পিটিয়ে দলে ফেরানো হয়েছে। তিনি নাকি পার্থবাবুর খুবই অনুগত। ঘরে ফিরেছেন, বাকি কাজটা এবার তিনিই সেরে ফেলবেন নিশ্চয়!

গত ২ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলে কর্মরত বারোশোর বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ফের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে হবে। কারণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মানোন্নয়ন পরীক্ষায় ৮৯১জন উত্তীর্ণ হতেই পারেননি। ৩২০জন উত্তীর্ণ হলেও তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর ৫০ শতাংশেরও কম।

অতএব তাঁরা পুনঃ মুষিক ভব! অর্থাৎ পুনরায় ছাত্র হয়ে পরীক্ষায় বসবেন।

এ হল পশ্চিমবঙ্গের হাল আমলের শিক্ষাচিত্র।

রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠনের কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশ্যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষকে মারধর করেছিল। অনশনরত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদেরও গায়ে হাত পড়েছিল। ঐতিহ্যবাহী সিন্ডিকেট হলে বসে থাকা অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ঘিরে শিস দিতে দিতে তারা চক্কর মেরেছিল। ওই সংগঠনের বীরপুঙ্গবরা ভাঙচুর করেছিল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্প্রতি শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রগতিশীল প্রার্থীদের জয় দেখে উন্মত্ত ওই সংগঠনের নেতারাই আশুতোষ কলেজে ব্যালট পেপার ছিঁড়ে নষ্ট করে হামলা চালিয়েছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য গত সাড়ে চার বছরে এক প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। অনেকটা, সবটা নয়!

শিক্ষার আর একটি অঙ্গন বইমেলা। সেখানে রাজনীতি ঢুকতে দেবেন না বলে হুমকি দিয়েছিলেন স্বয়ং লেখিকা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ গোটা বইমেলায় দৃষ্টিকটুভাবে চোখে পড়ে যেখানে সেখানে তৃণমূলের রমরমিয়ে প্রচার। দিনভর মাইক বাজিয়ে উচ্চগ্রামে গান বাজনা চলছে। কি জাগো বাংলা স্টল, কি কলকাতা পুলিশের প্যাভেলিয়ান, মায় পশ্চিমবঙ্গ স্টল সর্বত্র তিনি হাস্যমুখে বিরাজমানা। সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি বিতর্ক বিহীন এই বইমেলায় পরম সহিষ্ণুতা দেখিয়ে সেই তিনিই স্বয়ং কলকাতা ৪০তম আন্তর্জাতিক বই মেলায় সহিষ্ণুতাকে দুই মলাটে বন্দী করেছেন।

ঘোর কলি বোধহয় একেই বলে!

তথ্য কথা বলে

মোদীর রাজত্বে ভয়াবহ কৃষি সংকট : ক্ষুধার ভারত

২০১৪-১৫ সালে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন কমেছে শতকরা ৪.৬ ভাগ। একই রকমভাবে তৈল্য-শস্য ও তুলার উৎপাদন কমেছে যথাক্রমে শতকরা ১৮.৫ এবং ১.২ ভাগ।

—আর.বি.আই—বাৎসরিক প্রতিবেদন, ২০১৪-১৫—পৃঃ - ১৬

কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত ক্ষেত্রে জিডিপি নিয়মিত কমছে (২০০৪-০৫ মূল্যে) শতকরা হিসাবে :-

২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
১৪.৬	১৪.৪	১৩.৯	১৩.৯

—বাৎসরিক প্রতিবেদন:২০১৪-১৫ কৃষি ও সমবায় বিভাগ, ভারত সরকার, পৃঃ -১

বিশ্ব কখনো শুনেছে কি? মোদীর রাজত্বে গ্যাস ডাকাতি

*** অভিযোগ :** ২০১৪ সালের মে মাসে ও.এন.জি.সি দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে যে, আর.আই.এল ৫ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৩০ হাজার কোটি টাকার গ্যাস চুরি করেছে।

*** দুটি কোম্পানির চুক্তির ভিত্তিতে কনসালটেন্টের রিপোর্ট :** আমেরিকার টেক্সাসের ডালাসের কনসালটান্ট ৯ অক্টোবর তাদের রিপোর্টে জানায় ১.৭ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১১,০০০ কোটি টাকা মূল্যের গ্যাস আর.আই.এল বিনা অনুমতিতে বার করে নিয়েছে সমুদ্রতল থেকে যেখানে গ্যাস বার করার নিয়ন্ত্রণ ছিল ও এন.জি.সি-র হাতে।

*** মোদিজী—সরকারি যোগসাজস আছে বললে কি অত্যুক্তি হবে?**

কেন ভারত সরকার প্রথম সারির পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এর স্বার্থরক্ষা করল না?

—ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ডিসেম্বর ৫, ২০১৫, পৃঃ - ১২।

লক্ষ্য মমতার পশ্চিমবঙ্গ : অপরাধ জগতের মরুদ্যান ২০১৪

* **মোট অপরাধ :** ১,৮৫,৬৭২,দেশে সপ্তম। ২০০৯-অপরাধের হার ১২৬.৭—ছিল ২৮ নম্বরে।

* ১৯৭৮-২০১০ বামফ্রন্টের আমল—অপরাধ বেড়েছিল ৩৬ হাজার। গত ৪ বছরে ৫৬ হাজারের বেশি।

* মহিলাদের ওপর হামলা—৩৮,২৯৯। আক্রান্ত ছিলো ৩৮,৪৬৪ জন। দেশে দ্বিতীয়, ২০০৯-এ ২৩,৩০৭। পাঁচ বছরে বেড়েছে ৬৫ শতাংশ।

* মারাত্মক হামলার ঘটনা ২৭,৭৯৮। দেশে চতুর্থ, ২০০৯-এ ১৯,৪৪৩।

* বেকারত্বের কারণে আত্মহত্যা ২৯৬—দেশে তৃতীয়।

* কৃষিজীবী আত্মহত্যা - ২৩০।

* খুন - ২২১৭, দেশে পঞ্চম।

* ধর্ষণ সহ যৌন অত্যাচার - ৯৩৩৫, দেশে পঞ্চম।

* ধর্ষণ এবং ধর্ষণের চেষ্টা - ৩১২২, দেশে পঞ্চম।

* ধর্ষণের চেষ্টা - ১৬৪৬, দেশে প্রথম।

* মানব পাচারের ঘটনা - ১০৯৬, দেশে প্রথম।

* দুষ্কৃতীদের হাতে পুলিশ খুন - ২। দেশে শীর্ষে। সারা ভারতে ঘটনা মাত্র ৫টি।

* দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত পুলিশ - ১৯৭, দেশে তৃতীয়।

*অপহরণের ঘটনা - ৬১১০, দেশে চতুর্থ।

—সূত্র : ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

নৈরাজ্যের শেষ সীমায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

রুদ্রপ্রসাদ সমাদ্দার

অনিয়ম দুর্নীতি স্বেচ্ছাচার এবং স্বজনপোষণের গোটা মহাভারতটি খুলে না ধরে একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই এই মুহূর্তে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কী ধরনের জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়েছে তার কিছুটা স্বরূপ চেনা যাবে। এক ভদ্রলোক তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কর্মী সংগঠনের প্রধান নেতা। অবশ্য তাঁদের পরিভাষায় কর্মী সংগঠন নয়, শিক্ষাবন্ধু সমিতি। বর্তমান উপাচার্যের অনিয়মের দৃষ্টান্তের শুরু হয় সমস্ত নিয়মকানুন ভেঙে পিয়ন পদ থেকে তাঁকে সুপারিনটেনডেন্ট পদে পদোন্নতিকে যখন নাকচ করে দেওয়া হল। এ নিয়ে নিজেদের দলের মধ্যেও আকচাআকচি শুরু হল। তারপরও হেলদোল নেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। মাসে মাসে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে এক বিশেষ আইনজীবীর পেছনে জলের মতো ব্যয় করে নানা অছিলায় হাইকোর্টের নির্দেশের বাস্তবায়নকে উপেক্ষা করে চেলেছে। এর কিছুদিন পরই ওই কর্মীর স্ত্রীর পদোন্নতি হল। শুধু স্বামী-স্ত্রীর সুযোগ করে দিলে তো আর পরিবারের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা হয় না। তাই অচিরেই ওই নেতার ছেলেরও নিয়োগ হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা প্রতিষ্ঠানে। সবটাই হয়ে গেল মসৃণভাবে। কথায় আছে, বসতে দিলে শুতে চায়। বসার সুযোগ পেয়ে এবার শোওয়ার ব্যবস্থা করতে বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিজ্ঞান শাখার সার্বক্ষণিক পাঠক্রমের এক ছাত্রীকে ওই বিভাগেই সর্বক্ষণের প্রযুক্তি সহায়কের পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়ে গেল। তিনি একই সাথে ওই বিভাগের সর্বক্ষণের ছাত্রী এবং সর্বক্ষণের কর্মী। ছাত্রী হিসাবে তাকে যে প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা দিতে হবে, কর্মী হিসাবে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁরই। শুধু বর্ধমান নয়, এ দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই একইসাথে একটি সর্বক্ষণের পাঠক্রমে নিয়োজিত থেকে একটি সর্বক্ষণের চাকরিতে কেউ যুক্ত থাকতে পারে না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টি আরো চমকপ্রদ। যে বিভাগে তিনি সর্বক্ষণের ছাত্রী সেই বিভাগেই তিনি সর্বক্ষণের চাকুরে। এই চাকরির অন্যতম দায়িত্ব প্র্যাক্টিক্যাল পঠনপাঠন ও পরীক্ষায় সহায়কের ভূমিকা পালন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কান পাতলে শোনা যায়, এই ব্যতিক্রমী অনিয়মটির পেছনের রহস্য আলাদা। দুর্জনে বলে আগামীতে এই উপকৃত ছাত্রীটির ওই তৃণমূল নেতার বৃহত্তর পরিবারের অংশ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাটিই নাকি এই অভূতপূর্ব পুরস্কারপ্রাপ্তির কারণ।

বলাবাহুল্য, এই ঘটনাটি একটি বরফখণ্ডের সামান্য ডগা মাত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিভাগেই ঘটেছে আরেকটি নজিরবিহীন ঘটনা। সাধারণত ব্যাঙ্ক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, সহোদর ভাইবোন বা স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-পুত্রকে একই ছাদের তলায় নিযুক্তি প্রদান করা হয় না। ঘটনাচক্রে রক্তের সম্পর্কে এতটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় থাকা দুই ব্যক্তি যদি একই প্রতিষ্ঠানে নিযুক্তি পানও, কখনই তাঁদের একই ছাদের তলায় নিয়োগ করা হয় না। একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক স্বচ্ছতার জন্যেও এমনটি করা হয়ে থাকে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে এক্ষেত্রেই একটি অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিভাগের শীর্ষ দুই পদে রয়েছেন দুই সহোদর ভ্রাতা। ঘটনাটা এমন নয় যে, এ ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না। তালিকায় একাধিক যোগ্যতর প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট ও অ্যাকাউন্টস অফিসার পদে নিয়োগ দেওয়া হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অর্থ বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকের আপন ছোট ভাইকে। এই অর্থ আধিকারিককে নিয়েও নানা আলোচনা। এজি বেঙ্গল থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্তি পেলেও সমস্ত সরকারি নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তিনি প্রতিমাসে একইসাথে এজি বেঙ্গল থেকে পুরো পেনশন এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরো বেতন গ্রহণ করে থাকেন। কয়েকমাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্তি পেয়েছেন একজন প্রকাশনা আধিকারিক এবং একজন ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান। দুটি পদের ক্ষেত্রেই একাধিক যোগ্যতম প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও বাধ্যতামূলক ন্যূনতম যোগ্যতা না থাকা দুই প্রার্থীকে দু'টি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রকাশনা আধিকারিক পদে নিযুক্তি পেয়েছেন ন্যূনতম বয়স না হওয়া সদ্যপ্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের এক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা। কোনো ধরনের যোগ্যতা না থাকা যে ব্যক্তিটি ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্তি পেয়েছেন তাঁর বিশেষ পরিচয় তিনি বর্তমান উপাচার্যের বিগত কর্মস্থলের এক সহকর্মীর স্ত্রী। অবশ্য শুধু এই যোগাযোগগুলিই হয়তো শেষ কথা নয়। বাজারে শোনা যাচ্ছে কাঞ্চনমূল্য বিহনে নাকি একটি কুটোও নড়ে না বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মহলে আজকাল। শুধুমাত্র নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করতে গেলে কয়েক সপ্তাহের ধারাবাহিকে পরিণত হবে প্রতিবেদনটি।

যে কটি খিলানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রধানতম হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থা। পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং গোপনীয়তা না থাকলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না সমাজের কাছে। বর্তমান উপাচার্য নিজের পদে খানিকটা থিতু হতেই প্রথমে আক্রমণ নামিয়ে আনেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থায়। পরীক্ষার ফল প্রকাশের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানটিকে মধ্যপথে বাতিল করে নিয়োগ করেন নতুন একটি অযোগ্য অভিজ্ঞতাহীন তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সখ্যে থাকা একটি প্রতিষ্ঠানকে। প্রথমত এই ধরনের কাজে গোপনীয়তার ব্যাপারটি স্বচ্ছতার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কটির ব্যত্যয় ঘটলেই অন্যটির অবক্ষয় হয়। আগেকার সময়ে যে প্রতিষ্ঠানটি এই কাজের সাথে যুক্ত ছিল তাদের সাথে পরীক্ষা নিয়ামক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচি ছাড়া কেউ যোগাযোগ রাখতেন না। প্রতিষ্ঠানটির নাম পর্যন্ত গোপন রাখা হত এর বাইরে বাকিদের কাছে। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিচালনা করা হতো। বর্তমান উপাচার্য এসে এই গোপনীয়তা ও স্বচ্ছতার শেষ চিহ্নটিকেও শেষ করে দিয়েছেন। এখন অন্য আধিকারিক বা কর্মীরা তো দূরস্থান, মজুরি শ্রমিক হিসেবে পরীক্ষা বিভাগে যে সমস্ত সমাজবিরোধী পরিচয়ের মানুষদের নিয়োগ করা হয়েছে তারাই যোগাযোগ রাখছেন সেই ফলপ্রকাশের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে। ফলপ্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব, মাত্রাহীন ভুল, মার্কশিট কেলেঙ্কারি, অ্যাডমিট কার্ড কেলেঙ্কারি—সব কিছুই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সার্বিক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। এই নৈরাজ্যের অসহায় শিকার হয়েছেন আজকের চলমান শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা। এই কলঙ্কিত পরীক্ষা ব্যবস্থার বোঝা তাদের বয়ে বেড়াতে হবে বাকি জীবন।

সকলেই পথ চেয়ে আছেন কবে এই উপাচার্যের কর্মকালের অবসান হয়। পথ চেয়ে আছেন কবে এই রাজ্য থেকে তৃমমূল নামক বিভীষিকাটির বিদায় হয়।

শিক্ষক নিগ্রহে পুরপিতা : বর্ধমান

প্রবীর দাস ঘোষ

রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যক্ষ পেটানো দিয়ে শিক্ষা-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য সন্ত্রাস দাঙ্গার যে শুভারম্ভ (!!) শাসক দলের লুম্পেন বাহিনী শুরু করেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি দেখা গেল বর্ধমান রাজ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তারকেশ্বর মন্ডলের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায়। বর্ধমান শহরের ২৭নং ওয়ার্ডের পুরপিতা সেখ বসির আমেদ তথা বাদশাকে এই ওয়ার্ডেই একটি রক্তদান শিবিরে বর্ধমান জেলার বিধায়ক প্রকাশ্যে তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন : বাদশা শুধু নামে বাদশা নয়—কাজে-কর্মে সে নবাব-বাদশার মতই। সেই নবাব বাদশা নবাবী মেজাজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে সপাটে চড় মারবে—এ তো স্বাভাবিক। তবে এ ঘটনা কলেজে ঘটেনি, ঘটেছে দলীয় এক পিকনিকে। অন্ততঃ এলাকার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এটাই হওয়ার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে।

২০১১-র পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের সন্ত্রাসের কবলে পড়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী যেভাবে বারংবার আক্রান্ত হচ্ছেন, তার অভিঘাত সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে। আতঙ্ক ঘনীভূত হচ্ছে কারণ বিগত তিন দশক জুড়ে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত, প্রান্তিক স্তরের পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষাঙ্গনে আসার সুযোগ বৃদ্ধি করা গেছিল। ফলে সেইসব শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবকরা ও সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের মধ্যেও হতাশা, আতঙ্ক, ভয় চুঁইয়ে যাচ্ছে। ভয় ভয়াবহ হবার আর একটি কারণ বঙ্গেশ্বরী তথা পুলিশমন্ত্রী স্বয়ং এসব 'ছোট ছেলেদের কাজ', 'ছোট ঘটনা' বিশেষণ দিয়ে ঘটনার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যকে লঘু করে দেখানোর হাস্যকর প্রচেষ্টা।

আলমপুর, নবাবহাট, জগদাবাদ, পিলখুড়ি, বনপাস, ঝিঙুটি, বোরহাট, লাকুড্ডি প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল ও শহরঞ্চালের বিভিন্ন বিভিন্ন অভিভাবক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিগত কথোপকথনে ৮০ জনের মধ্যে ৭২ জন অর্থাৎ ৯০ শতাংশ আতঙ্কগ্রস্ত, বর্তমান শাসকদলের পান্ডাদের কার্যকলাপে চুড়ান্ত বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

বোরহাট, টিকরহাট, বাবুরবাগ, গোলাপবাগ সংলগ্ন কেশবগঞ্জ চটি, সরাইটিকর, কেষ্টপুর প্রভৃতি বর্ধমান শহর সংলগ্ন অঞ্চলে চায়ের দোকানের বিক্রেতা, সবজি বিক্রেতা, সাধারণ চাষি, শিক্ষক, অধ্যাপক সর্বস্তরের মানুষ ৩২ জনের সঙ্গে কথোপকথনে বর্তমান শাসনে সামাজিক স্থিতাবস্থার চরম অবনতি, শিক্ষার অবনতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে রেজাল্ট কেলেঙ্কারি ও চরম অব্যবস্থা ও কর্তৃপক্ষের অপদার্থতা ইত্যাদি বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন প্রায় সকলেই। আক্ষেপ করছেন সকলেই। এর চেয়ে আগের শাসনই ভালো ছিল বলে নিজেদের ভুল (বর্তমান দলকে শাসনক্ষমতায় আনা) বলে স্বীকার করে নিচ্ছেন।

একথা অস্বীকার করা যাবেনা যে, আজ রাস্তা-ঘাটে, বাসে-ট্রেনে, চায়ের দোকানের আড্ডায় অনেক মানুষই নিজেদের বিরক্তি উগড়ে দিচ্ছেন। সকলেই কখনও আড়ালে, কখনও প্রকাশ্যে সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার এই পরিবর্তন তাঁরা চাননি বলে মন্তব্য করেছেন। শিক্ষিত সমাজের ১৮ জনের মধ্যে প্রায় ৭৮ ভাগ মানুষ শিক্ষাঙ্গনে যাঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই শিক্ষক সমাজ যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন তার বিরুদ্ধে চুড়ান্তভাবে বিরক্তি ও হতাশা প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও বর্ধমান জেলায় শুধুমাত্র শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের আক্রান্ত হবার ঘটনা নয়—সমাজের সর্বস্তরে যে চরম অবনতি নেমে এসেছে, নারী-ধর্ষণ, সামাজিক স্থিতাবস্থা বিনষ্ট, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, রাজনৈতিক মতাদর্শের অভাব ও ভণ্ডামি, অস্থিরতা, শাসকদলের গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব ও দাঙ্গা, তোলাবাজি ইত্যাদি যে খুব শীঘ্রই গোটা সমাজকে গ্রাস করবে—একথা মতাদর্শগত গভীরতা থেকে বামপন্থীরা আগেই বলেছিল। বর্তমানে সর্বস্তরের মানুষ তাঁদের অভিজ্ঞতায় সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, প্রতিদিন শঙ্কাগ্রস্ত হচ্ছেন। ভঙ্গি আলাদা হলেও তাদের হতাশা প্রকাশ করতে তাঁরা আজ আর দ্বিধা করছেন না।

এই রাহুগ্রাস থেকে মুক্তির জন্য সর্বশ্রেণির মানুষকে সংগঠিত করা, তাদের সঠিক দিশায় পরিচালিত করা ও দিশাহীন পরিবর্তনকে (যে পরিবর্তনের কথা বর্তমান শাসকদল বলেছিল) সঠিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্য সাধিত করা খুবই জরুরি। সাধারণ মানুষের শাসক দলের বিরুদ্ধে যে খণ্ড খণ্ড বিরক্তি, ক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—তাকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করাও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে, স্থিতিশীলতার স্বার্থে, নিরাপত্তার স্বার্থে, শিক্ষার স্বার্থে, অর্থনীতির স্বার্থে ও রাজনীতির স্বার্থে।

সূত্র নির্দেশিকা :
১। ব্যক্তিগত আলাপচারিকা ও সাক্ষাৎকার; ডিসেম্বর জানুয়ারি, ২০১৪-১৫
২। ব্যক্তিগত কথোপকথন ও সাক্ষাৎকার; মে-জুন, ২০১৫

নদীতে নৌকার বদলে ট্রাক্টর চলছে

সেচ না পাওয়ার কারণে ক্ষতির মুখে রবি ফসল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ ফেব্রুয়ারি : কালনা কৃষি প্রধান তো বটেই, নদীমাতৃক মহকুমা হিসাবেও চির পরিচিত। কিন্তু এবার নদীগুলির যা অবস্থা তাতে কালনা মহকুমার নদীমাতৃক তকমা থাকা আর না থাকা সমার্থক হয়ে উঠেছে। কারণ নদী আছে জল নেই। নদীবক্ষে এখন নৌকার বদলে ট্রাক্টর চলে। ফলে চিরপিরিচিত নদী সেচ ব্যবস্থাটাই বিপর্যস্ত। চরম বিপাকে কৃষি ও কৃষক। অন্যদিকে রাজ্য সরকার এসব না ভেবে মেলা-খেলা-উৎসব তামাশা নিয়েই মেতে আছে।

কালনা মহকুমার পাঁচটি ব্লকের উপর দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন নদীগুলি। এই নদীগুলি হল খড়ি, বাঁকা, গঙ্গুর, বেহুলা, হিজলী, ডুবি, ভল্লকা, গুরজোয়ানী, নীলেচাকা, ভাগীরথী প্রভৃতি। ফলে মূলত কালনা মহকুমার কৃষি সেচ ব্যবস্থাটাই

নদীনির্ভর। কিন্তু অধিকাংশ নদীতে জলই নেই। চৈত্র মাসেও যেখানে জল শুকায় না, মাঘ মাসেই জল নিঃশেষ হয়ে পড়েছে। নদীর উপর দিয়ে নৌকা চলার কথা, কিন্তু এখন সেখান দিয়ে ট্রাক্টর চলছে। এই পরিস্থিতির কারণ হিসাবে জানা গেছে বর্ষার সময় অনিয়ন্ত্রিতভাবে জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়া। ফলে জলাধারগুলিতে জলই নেই। তার জন্যই বর্ধমান জেলার শুধু কালনা নয়, গোটা জেলার নদীগুলিতে জল নেই, সেখান থেকে এখন ধূলো উড়ছে। তাই ভাতঘর হিসাবেখ্যাত বর্ধমান জেলার কৃষি ও কৃষক চরমভাবে বিপাকে।

কালনা মহকুমার চলতি রবি মরশুমে আলু চাষ হয়েছে সাড়ে চৌদ্দ হাজার হেক্টর, পেঁয়াজ আড়ই হাজার হেক্টর জমিতে। এছাড়াও সরষে, শসা চাষও হয়েছে ভালোই। কিন্তু মাঝপথে সেচের কারণে রবি চাষটাই মার খাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কুল-কিনারা খুজে পাচ্ছে না কৃষকরা।

মেমারিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি: ৩ ফেব্রুয়ারি ট্রাকের ধাক্কায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক স্কুটি আরোহী যুবতীর। ঘটনাটি ঘটেছে মেমারির তাতারপুরে জি.টি. রোড পীরতলার কাছে। স্কুটি আরোহী যুবতী মেমারি থেকে জি টি রোড ধরে ফিরছিল। পীরতলার কাছে রাস্তা খারাপ হওয়ায় হঠাৎ সে পড়ে যায়। কলকাতা দিক থেকে আসা বর্ধমানগামী একটি দশ চাকার লড়ি তার মাথা পিষে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মৃতার নাম মীনাক্ষী বারুই(১৮)। বাড়ি মহেশডাঙা ক্যাম্পে দক্ষিণপাড়ে। পরের দিন ৪ ফেব্রুয়ারি ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে সকাল ৭টা নাগাদ মেমারির বেলুট প্রাইমারি স্কুলের সামনে। মৃতের নাম লালন সেখ(৩৫)। বাড়ি বেলুট গ্রামেই। এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় মানুষ পথ অবরোধ করেন।

বন্যায় সরকারি অনুদান প্রাপকদের তালিকা

প্রকাশের দাবিতে কৃষকসভার স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ ফেব্রুয়ারি : বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি অনুদান প্রাপকদের তালিকা প্রকাশের দাবিতে স্মারকলিপি দেয় সারা ভারত কৃষকসভার কালনা-১ ও ২ নং থানা কমিটি।

উল্লেখ্য কালনা -১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতই প্লাবিত হয়ে, আমনের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রায় সাড়ে চৌদ্দ কোটি টাকা সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। এই সরকারি অনুদান বন্টনে ব্যাপক কারচুপি হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা চলে যায় শাসক দলের নেতা-কর্মীদের পকেটে। এই নিয়ে শাসকদলের মধ্যে ব্যাপক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকায় ব্যাপক জল মেশানোর ঘটনা প্রকাশ্যে চলে আসে। কৃষক সভার পক্ষ থেকেও এলাকায় প্রতিবাদসভা ও মিছিল হয়। অথচ প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পায়নি। তাই তালিকা প্রকাশের দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন কৃষক নেতা সুকুল শিকদার, সুশীল সিংহ, আলিম শেখ প্রমুখ। কালনা-১ ব্লক কৃষি দপ্তরে কৃষকসভার নেতৃবৃন্দ স্মারকলিপি দেন।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি ঝোড়ো বাগদি ওরফে বিশ্বনাথ রায়, পিতা - প্রয়াত কানাই বাগদি ওরফে কানাই রায়, গ্রাম - ঘোষ কামালপুর, পোঃ - ভুড়ি, থানা - গলসি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম ঝোড়ো বাগদি যা আমার রেশনকার্ডে সঠিকভাবে উল্লেখিত আছে, কিন্তু ভোটার পরিচয়পত্রে ভুলবশত ঝোড়ো বাগদির পরিবর্তে বিশ্বনাথ রায়, পিতা - প্রয়াত কানাই রায় নথিভুক্ত হয়েছে। ঝোড়ো বাগদি, পিতা - প্রয়াত কানাই বাগদি, বিশ্বনাথ রায়, পিতা - প্রয়াত কানাই রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি কৌশিক দাস, পিতা - প্রয়াত দিলীপ দাস, রথতলা, আমবাগান, পোঃ - কাঞ্চননগর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। সাব-ডিভিশনাল(সদর)এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২১ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পিতার প্রকৃত নাম দিলীপ দাস, যা আমার মায়ের ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতার আধারকার্ডে ভুলবশত পার্থ দাস নথিভুক্ত হয়েছে। দিলীপ দাস এবং পার্থ দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি আজমাইল মির্জ্জা, পিতা - প্রয়াত নূর মহঃ মির্জ্জা, গ্রাম - বেলসর, পোঃ - মাছখাণ্ডা, থানা - রায়না, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার নাম AJMAIL MIRJA, আমার পুত্রের নাম CHANDAN MIRJA এবং স্ত্রীর নাম CHANDNIHARA MIRJA । আমার পুত্রের জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত আমার নাম AJMIL MIRJA এবং স্ত্রীর নাম CHANDIHARA BEGAM নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার পুত্র সর্বত্র CHANDAN MIRJA, পিতা - AJMAIL MIRJA, মাতা - CHANDNIHARA MIRJA নামে সর্বত্র পরিচিত হল।

● আমি শ্রীমতি কালো তুরি ওরফে তালু তুরি ওরফে চুরামণি তুরি, পিতা - প্রয়াত - অনুকুল তুরি, স্বামী - প্রয়াত সোনাই তুরি। গ্রাম - আলমগঞ্জ, ডোমপারা, পোঃ - নতুনগঞ্জ, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৮ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম কালো তুরি যা আমার রেশনকার্ডে নথিভুক্ত আছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট (নং-৩১১৫২৭২৪৪) -তে ভুলবশত তালু তুরি এবং ভোটারকার্ডে চুরামণি তুরি নথিভুক্ত হয়েছে। কালো তুরি, তালু তুরি এবং চুরামণি তুরি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ইউরোপ মহাদেশে, ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত; ২। এথেন্স, এক কোটি তের লক্ষ বাহাত্তর হাজার (২০১১ সালে); ৩। ১৮৩০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি, ২৫ মার্চ; ৪। ১৯৪৫ সালের ২৫ অক্টোবর; ৫। ১৯৭৫ সালের ১১ জুন; ১৯৭৮ সালের ২২ ডিসেম্বর; ৬। গ্রিক চেম্বার অব ডেপুটিজ, সংসদীয় প্রজাতন্ত্র; ৭। গ্রিক; ৮। গ্রিক ক্রস (নীলের উপর সাদা ক্রস। ছোট পেঁচা, বেয়ার বিচ।) ৯। ভারত মহাসাগরে গ্রিকদ্বীপ রোডস্-এ। ১০। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল; ১১। মাউন্ট অলিম্পাস, উচ্চতা ২৯১৭ মিটার; ১২। দু'হাজার দ্বীপ নিয়ে।

মহিলা সম্মেলন মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ ফেব্রুয়ারি : সারা ভারত গণতান্ত্রিক মেমারি-১ মধ্য আঞ্চলিক কমিটির ১৩তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো দুর্গা রায় নগর (সুলতানপুর রায়পাড়া) গোলাপি ক্ষেত্রপাল মঞ্চে। প্রতিমাসের ন্যায় ৭ তারিখে কামদুনি দিবস পালিত হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি কামদুনি দিবস পালনের পর মোমবাতি জ্বালিয়ে মিছিল করে সম্মেলন মঞ্চে হাজির হন। এদিন বর্ধমান শহরের কার্জনগেট চত্বরে মোমবাতি জ্বালিয়ে কামদুনি দিবস পালিত হয়েছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির বর্ধমান শহর জোনাল কমিটির উদ্যোগে।

মেমারি-১ মধ্য আঞ্চলিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জেলা নেত্রী রমা মুখার্জী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন আল্পনা মিত্র। সম্মেলনে ৬২ জন প্রতিনিধি হাজির ছিলেন। রিপোর্টের উপর ১০ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। ২৫ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। নতুন সম্পাদিকা হলেন পম্পা কোলে, সভানেত্রী আল্পনা মিত্র। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বর্ষীয়াণ মহিলা নেত্রী মহারানি কোঙার, সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, স্মৃতিকণা ব্যানার্জী প্রমুখ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জোনাল সম্পাদিকা চিন্তা কোঙার, মণিষা চক্রবর্তী প্রমুখ।

চক্ষু ও দন্ত শিবির মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ ফেব্রুয়ারি : মেমারির মহেশপুরে সারদা সংঘের পরিচালনায় ও মাদার কমিটির সহযোগিতায় মহেশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি চক্ষু ও দন্ত পরীক্ষা শিবির হয়। ১১৯ জনের চোখ পরীক্ষা, ৩১ জনের অপারেশন, চশমা বিনা পয়সায় দেওয়া হবে বলে সারদা সংঘের কর্তৃপক্ষরা জানান। দাঁতের ১০২জনকে পরীক্ষা করা হয়। শিবিরের গ্রামের গরিব দুঃস্থ ৪০জনকে শীত বস্ত্র প্রদান করেন গ্রামের মাদার কমিটির সদস্যরা।

রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের জেলা কনভনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ৩০ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ) বর্ধমান জেলা কমিটির কনভেনশন পার্কাসরোড শহিদ প্রভাত কুণ্ডু ভবনে পারশ তেওয়ারি নগর এবং রাধেশ্যাম মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা থেকে দেড় শতাধিকের বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অলোকেশ দাশ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কালিশঙ্কর পাল। কনভেনশন থেকে ৪১ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন সঞ্জিত মুখার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক কালিশঙ্কর পাল।

কিষাণ মাণ্ডিতে ধান দিতে গিয়ে কৃষকরা হয়রান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেতুগ্রাম : বহু ঢক্কানিনাদিত কিষাণ মাণ্ডি চালু করে দিদি ঘোষণা করেছিলেন, কৃষকদের ফসল বিক্রির সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু চলতি সপ্তাহে এখানকার গঙ্গাটিকুরী ফার্মে নির্মিত কৃষক বাজারে গিয়ে কৃষকদের হয়রানির কথা শুনে স্তম্ভিত হতে হল।

ধান বিক্রি করতে আসা কৃষকদের ক্ষোভ চরমে উঠেছে। বহুদিন ঘুরে ঘুরে তিরিশ বস্তা ধান বিক্রির 'টোকেন' সংগ্রহ করা কৃষকদের যারা ধান বিক্রি করতে গাড়ি / ট্রাক্টর ভাড়া দিয়ে এসেছিলেন তাদের অভিযোগ, ধানের 'ঢলতা' যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন নেওয়া হচ্ছে। কুইন্ট্যালে ১০ কেজি বললেও কখনও বস্তায় (৬০ কেজি) ১০ কেজি কাটছে। এই বেশি ধান দিতে অনিচ্ছুক কৃষক তারতালাড়ির চিত্ত মণ্ডল বেশ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, এ জানলে এখানে ধান আনতাম না। দেখুন, এখন বিকাল চারটে, সেই কোন সকালে এসেছি। সারাদিনের খেল। এরপর চেক নেওয়া, ভাঙানো! এত ঝঞ্জাট করে ধান বিক্রি সম্ভব?

একই ক্ষোভ অম্বলগ্রামের প্রবীণ কৃষক রবি পালের কণ্ঠেও। তিনি অভিযোগ করলেন, সরকার নির্ধারিত 'ময়েশ্চার কনটেন্ট' কাটার চাইতে বেশি কাটছে। বলতে গেলে কর্মীরা এক একজন এক একরকম বলছেন। অভিযোগ জানানোর কোনো জায়গা নেই! আমরা বিভ্রান্ত।

এদিকে কৃষকসভার নেতা শেখ শের আলী জানালেন, আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি খাদ্য সুরক্ষার রেশনকার্ডের অসংগতি বিষয়ে ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়া হবে, সেখানে এই বিষয়টি নিয়েও আমারা বিডিও সাহেবের কাছে জানতে চাইবো। ওইদিন কয়েক হাজার কৃষক এসে এসব কৈফিয়ৎ চাইবেন।

মূল্য : ৫০০ টাকা

সমবায়রত্ন
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
'সমবায় ও মানব সভ্যতা'
প্রকাশিত হয়েছে
পাওয়া যাবে—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে।

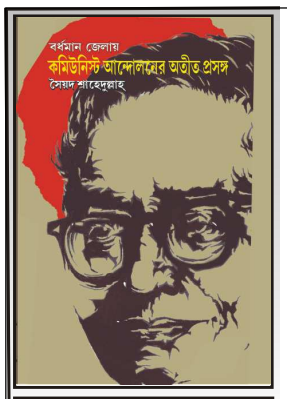

মূল্য : ৩০০ টাকা

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত
'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ'
(দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে
পাওয়া যাচ্ছে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও অন্যত্র।

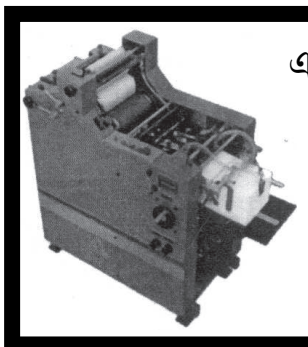
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
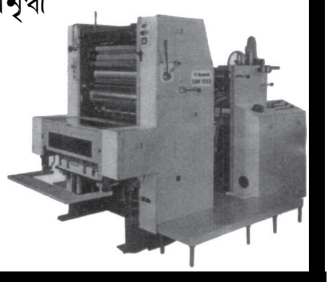
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা